প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এবং তাঁর প্রেরিতদের দ্বারা প্রচারিত মূল খ্রীষ্টিয় সুসমাচার বাইবেলে লিপিবদ্ধ সত্যের সারাংশ

১. বাইবেল :

বাইবেল হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য । যার প্রতিটি অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ন বাইবেল টি ঈশ্বর নিঃস্বশিত শব্দে পরিপূর্ন । ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক গণিত হওয়া এবং তাঁর উদ্দেশ্য পালনের জন্য একজন বিশ্বাসীকে বাইবেল যথার্থভাবে সাহায্য করে ।

নহিমিয় ৯ঃ৩০ যিশাইয় ৫৫ঃ১ প্রেরিত ৩ঃ১৮,২১
প্রেরিত ৭ঃ৩৮ ২য় তীমথিয় ৩ঃ১৬-১৭ ইব্রীয় ১ঃ১
১ম পিতর ১ঃ২৩-২৫ ২য় পিতর ১ঃ২১

২. ঈশ্বরঃ

ঈশ্বর একজনই যিনি পিতা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি অনন্তঃকালীন রাজা, সর্বজ্ঞানী, সর্বক্ষমতাসম্পন্ন । এই পৃথিবী তথা মানবজাতিকে নিয়ে তাঁর একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে যার পূর্ণতা সাধিত হবে তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যদিয়ে । তিনি চান মানুষ যেন তাঁর অন্বেষণ করে এবং রক্ষা পায় ।

২য় বিবরন ৬ঃ৪ যিশাইয় ৪৫ঃ৬,১২ যিশাইয় ৫৫ঃ৮-৯ঃ
যিহিস্কেল ৩৩ঃ১১ মার্ক ১২ঃ২৯ যোহন ১৭ঃ৩
প্রেরিত১৭ঃ২৪-২৯ রোমীয় ১১ঃ৩৬ ১ম করিন্থীয় ৮ঃ৬
গালাতীয় ৩ঃ২০ ইফিষীয় ৪ঃ৬ ১ম তীমথিয় ১ঃ১৭
১ম তীমথিয় ২ঃ৫ ১ম তীমথিয় ৪ঃ১০ ১ম তীমথিয় ৬ঃ১৫-১৬

৩. পবিত্র আত্মাঃ

পবিত্র আত্মা হচ্ছে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের ক্ষমতা যার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছা / পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন কাজ করে থাকেন । যীশু খ্রীষ্টও সেই পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিচালিত হয়েছেন । এটা পিতা ঈশ্বরেরই একটা অংশমাত্র কিন্তু আলাদা কোন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বা ঈশ্বর নন । প্রেরিতরা তাঁদের সময়কালে পবিত্র আত্মার দান ধারন করতে পারতেন সেখানে আজকের বিশ্বাসীরা সেই একইরকম দান পায়না ।

লূক ১ঃ৩৫ প্রেরিত ১ঃ৫-৮ প্রেরিত ৮ঃ১৪-১৯
প্রেরিত ১০ঃ৩৮ ইফিষীয় ৪:৪

৪. যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্রঃ

ঈশ্বর তাঁর অনন্তকালীন পরিকল্পনা, তাঁর মহত্ব দয়া, মহানুভবতা সর্বোপরি তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন তাঁর একমাত্র পুত্রের মধ্যে দিয়ে । যীশুর কোন জাগতিক পিতা ছিলনা । নাসরতীয় যীশু ছিলেন একক, পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র পুত্র, যিনি, ঈশ্বরের পবিত্র শক্তির দ্বারা কুমারী মরিয়মের গর্ভে এসেছিলেন, অতপরঃ এই পৃথিবীতে জন্মেছিলেন । যীশু ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্ত্বা নন অথবা পৃথিবীতে জন্মাবার আগে যীশুর কোন রকম দৈহিক অস্তিত্ব ছিলনা, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের চিন্তায় এবং পরিকল্পনায় আদি থেকে বিরাজমান ছিলেন ।

গীত ২ঃ৭ যিশাইয় ৭ঃ১৪ মথি ১ঃ১৮-২৫
মথি ৩ঃ১৬-১৭ মথি ১৯ঃ১৭ লূক ১ঃ২৬-৩৫
যোহন ১৪ঃ২৮ প্রেরিত ২ঃ২২-২৪,৩৬, প্রেরিত ৮ঃ৩৭
প্রেরিত ১০ঃ৩৮ গালাতীয় ৪ঃ৪ ফিলিপীয় ২ঃ৮
১ম তীমথিয় ৩ঃ১৬ ২য় তীমথিয় ১ঃ১০ তীত ২ঃ১১, ৩ঃ৪

৫. যীশু মনুষ্যপুত্রঃ

যদিও যীশু পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র পুত্র ছিলেন তবুও তিনি সত্যিকার ভাবে আমাদের মত প্রাকৃতিক স্বভাবের মানুষ ছিলেন । মরণশীল মানুষের মত যীশুরও দুঃখ, কষ্ট, যাতনার অনুভুতি ছিল।

আদিপুস্তক ৩ঃ১৫ যিশাইয় ৭ঃ১৪ যিশাইয় ৫৩ঃ৩
মথি ১ঃ২৩ প্রেরিত ২ঃ২২ প্রেরিত ৩ঃ২০-২২
প্রেরিত ১৩ঃ২৩ প্রেরিত ১৭ঃ৩১ রোমীয় ৮ঃ৩
২য় করিন্থীয় ৫ঃ২১ গালাতীয় ৪ঃ৪ ১ম তীমথিয় ২ঃ৫
ইব্রীয় ২ঃ১৪ ইব্রীয় ৪ঃ১৫ ১ম যোহন ৪ঃ২
২য় যোহন ৭

৬. পাপ ও মৃত্যুঃ

আদম হচ্ছে ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট মানুষ, যে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়, পাপ করে । তার অবাধ্যতার কারনে ঈশ্বর শাস্তি দেন । আদমের পাপের কারনে সমগ্র মানব জাতি পাপে পতিত হয়, শাস্তি স্বরূপ মৃত্যু অর্থাৎ মরণশীল হয় ।

আদিপুস্তক ২ঃ৭ আদিপুস্তক ৩ঃ১৭-১৯ গীত ১০৩ঃ১৪
রোমীয় ৫ঃ১২ রোমীয় ৭ঃ২৪ ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ২১-২২
১ম পিতর ১ঃ২৪ যাকোব ১ঃ১০-১১

৭. আত্মা :

আত্মা কথাটির সহজ অর্থ হচ্ছে সজীব দেহ বা শরীর অন্য কথায় জীবন । আত্মার মৃত্যু আছে, মৃত্যুর পর, আত্মার কোন স্বাভাবিক জ্ঞান বা অন্য কোন অস্তিত্ব থাকেনা । এই আত্মা কখনও অমরণশীল নয় ।

যিহোশূয় ১১ঃ১১ গীত ৬ঃ৫ গীত ৮৯ঃ৪৮
গীত১৪৬ঃ৩-৪ উপদেশক ৩ঃ১৯-২০ উপদেশক ৯ঃ৫-৬
যিশাইয় ৩৮ঃ১৭-১৯ যিহিস্কেল ১৮ঃ৪,২০ প্রেরিত ৩ঃ২৩
১ম তীমথিয় ৬ঃ১৬

৮. নরক:

নরক হচ্ছে কবর প্রাপ্ত হওয়া বা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া । দুষ্ট লোকদের জন্য নরক যন্ত্রনা পাবার কথা বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নাই । পাপের বেতন বা ফল হচ্ছে মৃত্যু ।

গীত ১৬ঃ১০	গীত ৩১ঃ১৭	গীত ৩৭ঃ২০, ৩৬
গীত ১১৬ঃ৩	যিশাইয় ৬৬ঃ২৪	মথি ১০ঃ২৮
মার্ক ৯ঃ৪৩	রোমীয় ৬ঃ২৩	রোমীয় ১০:২৮

৯. দিয়াবল:

নতুন নিয়মে পাপের প্রতিশব্দ হিসাবে দিয়াবল -এর উল্লেখ আছে, যা মানবীয় মন্দ প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ । খ্রীষ্ট তার এই পাপময় স্বভাব অর্থাৎ দিয়াবলকে পরাজিত করেছেন । তিনি দৃঢ় বিশ্বাসে আত্মবলিদানের দ্বারা পাপকে পরাজিত করেছেন পুনুরুত্থানের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহে যীশুর এই সর্বোচ্চ আত্মদানে আমাদের পাপ আচ্ছাদন বা ঢাকবার ব্যবস্থা হয়েছে, আমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রান লাভ করি । সুতরাং দিয়াবল কোন অতি প্রাকৃতিক মানব বা পতিত স্বর্গদূত নয়।

যোহন ৬ঃ৭০	১ম তীমথিয় ৩ঃ১১	তীত ২ঃ৩
২য় তীমথিয় ৩ ঃ৩	ইব্রীয় ২ ঃ১৪	ইব্রীয় ৯ ঃ২৬
যাকোব ১ ঃ১৪-১৫	যাকোব ৪ঃ৭-৮	১ম যোহন ৩ ঃ৫,৮

১০. শয়তান:

শয়তান হচ্ছে প্রচলিত একটি ইব্রীয় শব্দ । যার অর্থ হচ্ছে মন্ত্রনাদাতা, পরামর্শদাতা অথবা বিরুদ্ধাচারনকারী । বেশীরভাগ সময়ই খারাপ / মন্দ, ভাল খুব কম ক্ষেত্রেই হয় । অন্যকথায় ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরন যারা করে তাদেরকে বাইবেলের ভাষায় শয়তান বলা হয়।

গণনা ২২ঃ২২	ইয়োব ১ঃ৬	ইয়োব ২ঃ২
যিশাইয় ৪৫ঃ৭	মথি ১৬ঃ২৩	মার্ক ৮ঃ৩৩
প্রেরিত ৫ঃ৩-৪,৯		

১১. ডেভিলস্

(গ্রীক ভাষায় ডিমন্স) - এরা কোন অতিপ্রাকৃতিক ব্যক্তিত্ব বা মন্দ ঈশ্বরের বাহক নয় । নতুন নিয়মের সময় কালের প্রচলিত ধারনা ছিল মানষিক রোগী, পাগল অথবা অন্য কোন অজানা রোগের রোগী ডেভিল্স / ডিমন্স দ্বারা প্রচলিত হচ্ছে ।

যিশাইয় ৪৫ঃ৪-৭	মথি ১২ঃ২২	মথি ১৭ঃ১৫-১৮
মার্ক ৯ঃ১৭	প্রেরিত ৫ঃ৩,৯	প্রেরিত ১৭ঃ১৮

১২. খ্রীষ্টের আত্মত্যাগ:

যীশু আমাদের মতই দুর্বল ও পাপময় প্রকৃতির মানুষ ছিলেন । পিতা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, বিশ্বস্থতা ও বাধ্যতার কারনে বিভিন্ন পরিক্ষা / দুর্বলতাকে জয় করে নিষ্পাপ জীবন যাপন করতে পেরেছিলেন । তার ক্রুশীয় মৃত্যু (ঈশ্বরের পরিকল্পনানুসারে নিষ্ঠুর ও দুষ্ট লোকদের দ্বারা) ও পুনুরুত্থান প্রমান করে যে ঈশ্বরের মৃত্যু থেকে রক্ষা বা পুনঃজীবি করতে সক্ষম, যারা তাকে গভীর ভাবে বিশ্বাস করে যীশু খ্রীষ্টতে বাপ্তাইজিত হয় তারা পাপ ও মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে পারে । ঈশ্বর তাঁর ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন মানুষের কোন ধার্মিকতার কারনে নয় কিন্তু শুধু মাত্র তার পুত্র যীশুর উৎসর্গীয় জীবন, মৃত্যু ও পুনুরুত্থানকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ।

যিশাইয় ৫৩ঃ৫	যোহন ১ঃ২৯	প্রেরিত ৩ঃ১৬
প্রেরিত ২ঃ২৩	প্রেরিত ৭ঃ৫২	প্রেরিত ১০ঃ৩৯
রোমীয় ৩ঃ২৯	রোমীয় ৫ঃ৬	ফিলিপীয় ২ঃ৮
১ম তীমথিয় ১ঃ১৫	১ম তীমথিয় ২ঃ৬	তীত ২ঃ১৪
ইব্রীয় ৫ঃ৭-৮	ইব্রীয় ৭ঃ২৭	ইব্রীয় ৯ঃ১২,২৬

১৩. খ্রীষ্টের পুনরুত্থান :

কবরপ্রাপ্ত হওয়ার তিন দিন পর যীশু পুনরুত্থিত হন এবং তার পর ঈশ্বর কর্তৃক মহিমান্বিত হন । একমাত্র ধার্মিক এবং বিশ্বস্থ ঈশ্বর তার বাধ্য এবং বিশ্বস্থ পুত্রকে স্বীকৃতি দেন । মহিমান্বিত হবার পর থেকে তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার অনেক শিষ্যকে দেখা দেন তারপর তিনি ঈশ্বর কর্তৃক স্বর্গে নিত হন এবং এই পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের দক্ষিন পাশে স্বর্গে অবস্থান করবে ।

আদিপুস্তক ২২ঃ১৭	গীত ১৬ঃ১০-১১	গীত ১১০ঃ১
মার্ক ১৬ঃ১৯	লূক ২৪ঃ৫১	প্রেরিত ১ঃ৩,৯
প্রেরিত ২ঃ২৪,৩১	প্রেরিত ৩ঃ১৫	প্রেরিত ৫ঃ৩০-৩১
প্রেরিত ৭ঃ৫৫-৫৬	প্রেরিত ১০ঃ৪০	প্রেরিত ১৭ঃ৩১
প্রেরিত ২৬ঃ২৩	রোমীয় ১ঃ৩-৪	রোমীয় ৬ঃ৯
ইফিষীয় ১ঃ২০	ফিলিপীয় ২ঃ৯-১২	২য় তীমথিয় ১ঃ১০
২য় তীমথিয় ২ঃ৮	ইব্রীয় ১৩ঃ২০	প্রকাশিত বাক্য ১ঃ১৮

১৪. মধ্যস্থতাকারী খ্রীষ্ট:

ঈশ্বরের দ্বারা উচ্চীকৃত হওয়ায় যীশু ঈশ্বরের দক্ষিন পার্শে থেকে প্রতিনিয়ত মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে একমাত্র যাজকের ভূমিকা পালন করে চলছেন।

গীত ১১০ঃ১,৪	যিশাইয় ৫৩ঃ১২	যোহন ১৭ঃ৯
প্রেরিত ৪ঃ১২	১ম তীমথিয় ২ঃ৫	ইব্রীয় ৪ঃ১৪-১৫
ইব্রীয় ৭ঃ২৪-২৫	১ম যোহন ২ঃ১	

১৫. খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন:

এই পৃথিবীতে পুনঃআগমনের সময় না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বর্গে অবস্থান করবেন । পৃথিবীর সমস্ত জাতি তথা ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রতিস্থাপন করার জন্য যীশু এই পৃথিবীতে আবার দৃশ্যতঃ আগমনের মধ্যে তাঁর প্রকৃত বিশ্বাসীদের আশা ও বিশ্বাসপূর্ণতা লাভ করবে।

গীত ১১০ঃ১-২ সখরিয় ১৪ঃ৩-৪ মথি ১৬ঃ২৭
প্রেরিত ১ঃ১০-১১ প্রেরিত ৩ঃ২০-২১ ফিলিপীয় ৩ঃ২০
কলসীয় ১ঃ৫ তীত ২ঃ১৩ ১ম পিতর ১ঃ১৩
১ম যোহন ২ঃ২৮

১৬. পুনরুত্থান :

যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময় সকলকে বিচারের জন্য একস্থানে জড়ো হতে হবে । মৃতদের মধ্যে অনেকেই পুনঃজীবিত / উত্থাপিত হবে । যারা জীবিত থাকবে কি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী সকলেই একত্রিত হবে সেই স্থানে । ধার্মিক এবং অধার্মিকদের ও যীশুর সামনে বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে।

দানিয়েল ১২ঃ১-২ যোহন ৫ঃ২৯ যোহন ১১ঃ২৪ঃ
যোহন ১২ঃ৪৪-৪৮ প্রেরিত ১০ঃ৪২ প্রেরিত ২৪ঃ১৫-২১
প্রেরিত ২৬ঃ৮ রোমীয় ১৪ঃ১০-১২ ২য় করিন্থীয় ৫ঃ১০
১ম থিষলনীকীয় ৪ঃ১৪-১৭ ২য় তীমথিয় ৪ঃ১

১৭. বিচার এবং পুরষ্কার:

প্রকৃত বিশ্বাসীগন ঈশ্বরের দয়ায় মহিমান্বিত হয়ে অমরণশীল অনন্তঃজীবন পাবে এবং অবিশ্বস্ত রা অনন্তঃ মৃত্যু বরন করবে, ধুলায় মিশে যাবে চিরতরে ।

২য় বিবরণ ১৮ঃ১৫,১৯ গীত ১১০ঃ৩ মথি ৫ঃ৫
মথি ৭ঃ৩৬ মথি ৮ঃ১২ মথি ২৫ঃ৩১-৪৬
লুক ২০ঃ৩৭-৩৮ প্রেরিত ২৮ঃ১৫ ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ১৩-১৪
ফিলিপীয় ৩ঃ২০-২১ ২য় থিষলনীকীয় ১ঃ৮ তীত ৩ঃ৭

১৮. অব্রাহম, ইসহাক, যাকোবের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সমূহ:

অব্রাহম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সমূহ পূর্ন হবে যীশুর মধ্য দিয়ে । তাঁর দ্বিতীয় আগমনে সেই প্রতিজ্ঞার বাস্তবে রূপ নেবে এবং যারা আত্মিক ভাবে অব্রাহামের বংশধর বিবেচিত হবে সকলে একসাথে সেই দেশের উত্তরাধিকারী হবে । কোন বিশ্বাসীই সরাসরি স্বর্গে যাবে না ।

আদিপুস্তক ১২ঃ১-৩ আদিপুস্তক ১৩ঃ১৪-১৭ আদিপুস্তক ২৬ঃ২৪
আদিপুস্তক ২৮ঃ১৩-১৪ গীত ৩৭ঃ৯,১১,২২,২৯ যিশাইয় ৪৫ঃ১৮
মথি ১ঃ১ লূক ১৩ঃ২৮ যোহন ৩ঃ১৩
প্রেরিত ৩ঃ২৫, ৭ঃ৫, প্রেরিত ১৩ঃ৩২-৩৩ প্রেরিত ২৬ঃ৬-৭,১৮
রোমীয় ৪ঃ১৩-১৮, ৮ঃ১৭ গালাতীয় ৩ঃ৮,১৬,২৬-২৯ তীত ২ঃ১৩
ইব্রীয় ১১ঃ৮-৯, ৩৯-৪০ প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ৯,১০

১৯. দায়ুদের কাছে প্রতিজ্ঞা:

ঈশ্বর দায়ুদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পূর্ন হবে কারন যীশু দায়ুদের সিংহাসনে বসে সমস্ত পৃথিবীকে অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যকে শাসন করবেন এবং সেদিনই ইস্রায়েল রাজ্য পূনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। যিরুশালেম হবে তখনকার রাজ্যের রাজধানী ।

২য় শমূয়েল ৭ঃ১২-১৪ ১ম বংশাবলি ১৭ঃ১০-১৪ গীত ২ঃ৬-৯
যিশাইয় ৯ঃ৬-৭ যিশাইয় ২৪ঃ২১-২৩ যিশাইয় ৫৫ঃ৩-৪
যিরমিয় ৩ঃ১৭ যিরমিয় ৩৩ঃ১৫ যিহিস্কেল ২১ঃ২৭
সখরিয় ১৪ঃ১৬ মথি ১ঃ১, ৫ঃ৩৫ মথি ১৯ঃ২৮
লুক ১ঃ৩০-৩৩ প্রেরিত ১ঃ৬,১১ প্রেরিত ২ঃ২৯-৩০
প্রেরিত ৩ঃ১৯-২১ প্রেরিত ১৩ঃ২৩,৩৪ ২য় তিমথীয় ২ঃ৮
তীত ২ঃ১৩

২০. যিহুদী জাতি:

যিহুদীরা হচ্ছে অব্রাহম, ইসহাক, যাকোবের বংশধর, ঈশ্বরের পছন্দনীয়, মনোনীত জাতি, তারা ঈশ্বরের আদেশে বাইবেলের সময়কালে সেই প্রতিজ্ঞাত ভূমির দখলে ছিল । তাদের অবাধ্যতা ও ঈশ্বরের প্রতি অবিস্বস্ততার কারনে পরবর্তীতে ঈশ্বর তাদের বিভিন্ন দেশে দেশান্তর করেন, বর্তমানে কিছু কিছু ইস্রায়েল যিরুশালেমে ফিরে এসে বসবাস করছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্নতা লাভে যিহুদীরা যীশুকে তাদের মুক্তিদাতা ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকার করার পর পুনরায় ইস্রায়েল দেশের চিরস্থায়ী অধিকার পাবে।

যিরমিয় ৩১ঃ৩৩ যিহিস্কেল ৩৭ঃ১২,২২ যোয়েল ৩ঃ২
সখরিয় ৮ঃ২৩ সখরিয় ১২ঃ১০ প্রেরিত ৩ঃ১৯-২১
রোমীয় ১ঃ২৫-২৯

২১. ঈশ্বরের রাজ্য:

ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে সার্বজনীনভাবে যীশু হবেন সেই রাজ্যের রাজা । বিচার কার্য সম্পন্ন হবার পর যীশুর যে সকল অনুসারীরা অক্ষয়তা ধারন করবেন তারা সকলে ঈশ্বরের রাজ্য তথা তখনকার মরণশীল লোকদের মধ্যে ধার্মিকতা শান্তি অফুরন্ত আনন্দে শাসন কার্য পরিচালনায় যীশুকে সাহায্য করবে, যাতে সকলেই অক্ষয়তা লাভ করে অমরণশীল হয় । অতঃপর সেই পৃথিবী সম্পূর্নভাবে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরবে পরিপূর্ন হবে । চিরতরের জন্য পাপ ও মৃত্যু ধবংস বা শেষের মধ্য দিয়ে । তাই বলে আক্ষরিকভাবে এই পৃথিবী নামক গ্রহটি পুড়ে ধবংস বা শেষ হয়ে যাবে না ।

গীত ৬৭ঃ৪-৭ গীত ৭২ঃ৪,১৭ গীত ১১৫ঃ১৬
যিশাইয় ২ঃ৪ যিশাইয় ১১ঃ১-৫,৯ যিশাইয় ২৫ঃ৬-৮
যিশাইয় ৩২ঃ১-৬ দানিয়েল ২ঃ৪৪ দানিয়েল৭ঃ১৩-১৪,১৮,২৭ মীখা
৪ঃ২ হবকুক ২ঃ১৪ লূক ১৩ঃ২৮-২৯
লূক ২২ঃ৩০ ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ২৪-২৮ প্রকাশিত বাক্য ২ঃ২৬-২৭
প্রকাশিত বাক্য ৩ঃ২১ প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ১০ প্রকাশিত বাক্য ১১ঃ১৫

প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৬ প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ৪

২২. বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক গনিত হওয়াঃ

একজন মানুষ তখনই ধার্মিক ও ন্যায়বান হিসেবে বিবেচিত হয় যখন সে যীশুখ্রীষ্টকে মুক্তিদাতা হিসেবে বিশ্বাস ও গ্রহনের ফলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে । মানুষ কখনও তার কোন উত্তম কাজ, ভাল আচার ব্যবহারের দ্বারা নিজেকে পরিত্রান বা রক্ষা করতে পারে না ।

রোমীয় ৪ঃ১৩, ২১-২৫ গালাতীয় ৩ঃ২৬ ইফিষীয় ২ঃ৮-৯
২য় তীমথিয় ১ঃ৯ তীত ৩ঃ৬-৭ ইব্রীয় ১১ঃ৬

২৩. বাপ্তিস্মঃ

সম্পূর্ন বাইবেলে একটিই সঠিক সুসমাচার আছে যাকে বদলানো বা অস্বীকার করা যায় না । সেই সঠিক সুসমাচারে বিশ্বাস করে সত্যিকারভাবে অনুতপ্ত হয়ে জলে সম্পূর্ন নিমজ্জিত হয়ে অবগাহন করাই হচ্ছে বাপ্তিস্ম । যার দ্বারা পাপ থেকে পরিত্রান পাওয়া সম্ভব । এই বাপ্তিস্মের পরই আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের পাপের ক্ষমা পাই । তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হবার পথ পাই । এছাড়া অব্রাহমের কাছে প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী এবং অব্রাহমের আত্মিক বংশধররূপে স্বীকৃত হই। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু পুনরুত্থান ও নুতন জীবন প্রাপ্তির সহভাগী হই বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে । জল ঢেলে বা মাথার উপর জল ছিটিয়ে দিয়ে যে বাপ্তিস্ম তা শাস্ত্র সম্মত নয় ।

মথি ৭ঃ১৩-১৪ মথি ২২ঃ১৪ মথি ২৮ঃ১৮-২০
মার্ক ১৬ঃ১৬ যোহন ৩ঃ৫ প্রেরিত ২ঃ৩৮-৪১
প্রেরিত ৩ঃ১৯ প্রেরিত ৮ঃ১২, ৩৬,৩৮ প্রেরিত ১০ঃ৪৩,৪৭-৪৮
প্রেরিত ২২ঃ১৬ রোমীয় ৬ঃ৪ গালাতীয় ১ঃ৮
গালাতীয় ৩ঃ২৭-২৯ ইফিষীয় ৪ঃ৫ ২য় তীমথিয় ২ঃ১১
১ম পিতর ৩ঃ২১

২৪. একই দেহের অংশীদারীত্বঃ

সুসমাচারে বিশ্বাস করে যারা যীশুখ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহন করেছে তারা সকলেই খ্রীষ্টেতে ভ্রাতা ও ভগিনী । তারা যে কোন দেশে বা রাষ্ট্রের বাসিন্দা হোক না কেন সকলেই এক দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । আর খ্রীষ্ট হচ্ছে সেই দেহের দয়া ও অনুগ্রহের অংশীদার ।

গীত ১০৩ঃ১৩-১৮ যোহন ১ঃ১২ প্রেরিত ১০ঃ৩৪-৩৬
প্রেরিত ২৬ঃ১৭-২৩ রোমীয় ৮ঃ১৪-১৭ ১২ঃ৪-৫
১ম করিন্থীয় ১২ঃ১২-২৭ গালাতীয় ৩ঃ১৬-২৯ ইফিষীয় ২ঃ১৬
ইফিষীয় ৪ঃ৪ ইফিষীয় ১২ঃ১৬ কলসীয় ১ঃ২
২য় তিমথীয় ১ঃ৯ ১ম পিতর ১ঃ২৩ ১ম যোহন ৩ঃ১

২৫. প্রভুর ভোজ বা রুটি ভাঙ্গা পর্ব :

যীশুর প্রকৃত অনুসারীরা যেন রুটি ও দ্রাক্ষারস পানের মধ্যদিয়ে অক্ষয় যীশুকে স্মরণ করে, তার প্রচলন যীশু এই প্রথিবীতে থাকাকালীন সময়েই করেছিলেন । খ্রীষ্টের দেহের অংশ হিসেবে প্রত্যেক বিশ্বাসীকে নিয়মিত এই স্মরণসভা পালন করা উচিত ।

লূক ২২ঃ১৯-২০ প্রেরিত ২ঃ৪২ ১ম করিন্থীয় ১০ঃ১৬-১৭
১ম করিন্থীয় ১১ঃ২৩-২৯ ইব্রীয় ১০ঃ২৫

২৬. খ্রীষ্টের নির্দেশ / আদেশঃ

যারা সুসমাচার তথা খ্রীষ্টের শিক্ষা, উপদেশ বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেককেই যীশু বাপ্তাইজিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বাপ্তিস্ম নেবার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের স্বভাব নিজেদের জীবন যাপন করবার, জন্য স্বচেষ্ট হতে হবে । যেমন - প্রতিনিয়ত ধন্যবাদ ও প্রার্থনাসহ ঈশ্বরের প্রশংসা, উপাসনা করা, প্রেরিতদের এবং খ্রীষ্টের আদেশ মেনে চলা, এই জগতের মন্দ প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা, রাজনীতির হানাহানি, সেনাবাহিনী, সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশবাহিনীর সদস্য হয়ে অন্য মানুষের বিচার, প্রাণ না নেওয়া, জাগতিক কোন কর্তৃত্বভার না নেওয়া সমস্ত কর্তৃত্ব, বিচার ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেওয়া।

আরো তথ্য ও বাইবেল শিক্ষার লিফলেট, বাইবেল ব্যাখ্যা, বাইবেলের সত্য জানার জন্য আরো যোগাযোগ করুন। দয়াকরে আপনার অনুরোধ ডাকযোগে পাঠান এই ঠিকানায় ঃ

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল ষ্টুডেন্টস
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

প্রভু যীশু কৃত অর্থে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্নতা লাভে যিহুদীরা যীশুকে তাদের মুক্তিদাতা ত্রানকর্তা হিসেবে স্বীকার করার পর পুনরায় ইস্রায়েল দেশের চিরস্থায়ী অধিকার পাবে। যিরমিয় ৩১ঃ৩৩, যিহিস্কেল ৩৭ঃ১২,২২, যোয়েল ৩ঃ২, সখরিয় ৮ঃ২৩, ১২ঃ১০, প্রেরিত ৯ঃ১৯-২১, রোমীয় ১ঃ২৫-২৯ ।